আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় অনৈতিক কাজের অভিযোগে দুই যুবককে গণধোলাই

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় অনৈতিক কাজের সময় স্থানীয়দের হাতে আটক হয়েছে সুজন ও মিনা নামের দুই যুবক। গত সোমবার রাত ৮ টার দিকে নতিডাঙ্গা মাদ্রাসাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে মিনা ও আতার ছেলে সুজন মিলে নতিডাঙ্গার মাদ্রাসাপাড়ার মঙ্গলের স্ত্রীর সাথে ফোনে রাত্রী যাপনের জন্য ২৫শত টাকায় চুক্তি করে।

সোমবার রাত ৮ টার দিকে সুজন ও মিনা দুজনে মঙ্গলের স্ত্রীর সাথে অনৈতিক কাজের জন্য বাড়িতে অবস্থানরত এলাকাবাসীর হাতে নাতে আটক হয়।

আটককৃত দুই যুবককে উত্তম-মাধ্যম দিয়ে বাড়াদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের উপস্থিতিতে আপোস মিমাংসা করে।

আলমডাঙ্গায় এমপি সেলুনের কম্বল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক সেলুন কম্বল বিতরণ করেছেন। তিনি গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১০ টার দিকে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে ১৫ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ১ হাজার কম্বল বিতরণ করেন।

কম্বল বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত

সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, উপজেলা সহ-সভাপতি আলহাজ লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,

বেলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাবেক সভাপতি আবু মুসা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট সালমুন আহম্মেদ ডন, কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, উপজেলা যুবলীগ নেতা আহসান উল্লাহ,সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলগাছি আওয়ামী লীগের সভাপতি সমীর দে, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চনচল, হারদী ইউনিয়ন সভাপতি আশিকুজ্জামান ওল্টু, জেহালা ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, সেক্রেটারী হান্নান মাস্টার, ডাউকি ইনিয়নের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, সেক্রটারী তরিকুল ইসলাম চেয়ারম্যান, জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি দিদার মালিতা, সম্পাদক রাহাব উদ্দিন, গাংনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু তাহের, সম্পাদক রাকিবুল হাসান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুমারী ইউনিয়ন সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক,কালিদাসপুর ইউনিয়ন সম্পাদক কামরুজ্জামান শামীম, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হক, হাসানুজ্জামান, আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা, সাকিব, রকি, টিটন, সজীব, শিহাব প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যানার-ফেস্টুন সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাঁটানো ব্যানার-ফেস্টুন, পোস্টার, তোরণ, দেয়াল লিখন ও বিলবোর্ড নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার

নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা।

গত সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন উপলক্ষে ১৭ জানুয়ারির মধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে। ১৯শে জানুয়ারি মনোনয়ন যাচাই-বাছাই শেষে কেউ চাইলে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত নির্বাচনী কর্মকর্তা তারেক আহমেদ বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে প্রার্থীতার জন্য মনোনয়নপত্র গ্রহণকারী সবাইকে ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন, তোরণ, দেয়াল লিখন এবং বিল বোর্ডসহ নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নেওয়ার জন্য মাইকিং করা হয়েছে।

আজ বুধবার এর মধ্যে সব ধরণের প্রচার-প্রচারণা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।

আমঝুপি বাজার কমিটি গঠন

মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি বাজারের ২৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
মো: আজফারুল হক হিরো কে সভাপতি ও মো: সামসুজ্জামান চমন কে সাধারণ সম্পাদক করে এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

এই কমিটির অনান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি মো: সিরাজুল ইসলাম ও মো: আনোয়ার সাদাত খোকন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম রেজা জুয়েল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল

ইসলাম (মীর), কোষাধক্ষ্য মীর দোলন, ক্রীড়া সম্পাদক তারিন মেহেদী (রাজু), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম (লিটন), দপ্তর সম্পাদক শ্রী উত্তম কুমার কর্মকার।

কমিটির নির্বাহী সদস্যরা হলেন, মো: তরিকুল ইসলাম (তানি), শ্রী অনন্ত শাহা, মো: নাজিম উদ্দিন, শ্রী অশিত কুমার, বাবলুর রহমান, খাইরুল ইসলাম, মো: মনিরুল ইসলাম, ফারুক (ভাই ভাই স্ট্রেশনারী) টিটন, আরিফ টেলিকম, শিশির (ময়ামারী), শিপলু (ফার্মেসী), মঙ্গল কুমার হালদার, কালু (সবজি), সিরাজ (চা), আমজাদ হোসেন (পচা)।

এছাড়াও ৯ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন- আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো: সাইফুল ইসলাম, মো: মোজাম্মেল হক, মো: রায়হানুল ইসলাম, মো: জাকির হোসেন টরী, মো: নাদুরুজ্জামান, মো: আরজ আলী, মো: আব্দুর রাজ্জাক (ফুরু), মো: ওমর ফারুক লিটন।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী পরিদর্শন করলেন হানিফ

সাংস্কৃতিক চর্চায় বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, সর্বস্তরে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চার কোন বিকল্প নেই।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে কুষ্টিয়াতে অত্যাধুনিক

মানের শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মিত হচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পর কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমিকে ধরা হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম একাডেমি ভবন। এটি নির্মিত হলে জেলার সাংস্কৃতিক চর্চা বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে। জেলার কৃষ্টি-কালচারকে দেশ তথা বিশ্ব দরবারে পরিচিত করতে কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, অবকাঠামোগতভাবে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিলো এটি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ ও কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভঙ্গুর অবকাঠামোর ভেতর দিয়েই জেলার সংস্কৃতিকে বিকশিত করার লক্ষে বৃহৎ পরিসরে এই শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসময় জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মো. আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী,

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবদুর রশীদ চৌধুরী, আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজহারুল আলম সুমন, কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেকা সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকার পরেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অবস্থান হবে।

যেখান থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং

এরিনা মঞ্চ। এক একর জায়গার ওপর নির্মিত হবে এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই হবে সেরা অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

ঝাড়ফুঁকের নামে নববধূকে ধর্ষণ করলো কবিরাজ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলায় নববধূকে ঝাড়ফুঁকের নামে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সিরাজুল ইসলাম (৪৪) নামে এক কবিরাজের বিরুদ্ধে। সোমবার (৪ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় কবিরাজের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ওই নববধূ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন। অভিযুক্ত সিরাজুল ইসলাম আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া গ্রামের মৃত আজিবর আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৫ মাস পূর্বে ঝিনাইদহের জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সোহাগপুর গ্রামের ১৬ বছরের কিশোরীর সঙ্গে একই থানার শিমুল নামে এক যুবকের বিয়ে হয়। বিয়ের পরদিন থেকেই ওই কিশোরীর মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সেই মানসিক সমস্যা সমাধানে ভৌতিক কারণ দেখিয়ে নববধূকে তার বোনের শ্বশুরবাড়ির এলাকায় ওই কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কাছে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসার নামে একটানা ১৪ দিন এশার নামাজের পর একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে সেটি না নেভা পর্যন্ত তাকে তার বিশেষ চিকিৎসাগৃহে ঝাড়ফুঁকের (চিকিৎসা) নামে নববধূর শ্লীলতাহানি করে আসছিল। অবশেষে ৪ জানুয়ারি রাত ৮টার দিকে কবিরাজ সিরাজুল ইসলাম তার বোনকে লবণ আনতে পাঠিয়ে ধর্ষণ করে ওই নববধূকে।

ঘটনার আধাঘণ্টা পর তার বোন লবণ নিয়ে আসলে ওই নববধূকে কান্নারত

অবস্থায় দেখতে পান। সেখান থেকে তার বোন কান্নার কারণ জানতে চাইলে তাকে কোনো কিছু না বলে তার সঙ্গে বাড়িতে চলে আসেন। রাতে ওই নববধূ তার বোনকে বিষয়টি খুলে বলেন। এই ধর্ষণের বিষয়টি কাউকে কিছু বললে কবিরাজির মাধ্যমে তাকে মেরে ফেলবেন বলে হুমকি দেয় কবিরাজ সিরাজুল।

বিষয়টি রাতারাতি ছড়িয়ে পড়লে আত্মরক্ষার্থে গা ঢাকা দেন সিরাজুল ইসলাম। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইবি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নববধূকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইবি থানায় নিয়ে আসেন।

এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তার ভাই জগত ডাক্তার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাধ্যমে ভুক্তভোগী পরিবারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভণ্ড কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কঠোর শাস্তি দাবি করেন এলাকাবাসী।

ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েছি। ভুক্তভোগী ওই নববধূ বাদী হয়ে থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। ওই নববধূর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্ট আসলেই ঘটনার সত্যতা জানা যাবে। অভিযুক্ত আসামিকে আটকের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ভৈরব নদীর মাটি এখন ভূমি দস্যুদের পেটে

দামুড়হুদার হেমায়েতপুর-বেড়বাড়ি গ্রামের ভৈরব নদীতে অবৈধভাবে ভেকু মেশিন দিয়ে মাটি কাটার উৎসবে মেতে উঠেছে ঐ এলাকার চিহিৃত ভূমি দস্যুরা।

এলাকাবাসির অভিযোগে জানা যায়, দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়নের বেড়বাড়ি গ্রামের ভৈরব নদীর পাড় কেটে ঐ এলাকার দুই জন ভূমি দস্যু বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রি করে আসছে। প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত অবধি এই মাটি কেটে বহনকারী ট্রাক্টর গুলো গ্রামের বিভিন্ন সড়কে দাপিয়ে বেড়ায়।

যার ফলে গ্রামের ছোট, বড় ও বয়বৃদ্ধরা অনেকটা নিরাপত্তাহীনতায় রাস্তায় চলাফেরা করছে। সেই সাথে ঐ গামের বিভিন্ন সড়ক গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবৈধ ভাবে ভৈরব নদীর পাড়ের মাটি কেটে বিক্রিকারী ভূমি দস্যুরা হলো নতিপোতা ইউনিয়নের হোগলডাঙ্গা গ্রামের তুহিন ও বেড়বাড়ি গ্রামের ছমিরুল।

হেমায়েতপুর বেড়বাড়ি গ্রামের সচেতন মহল দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি অকর্ষণ করে মাটি কাটা বন্ধে ও চিহ্নিত ভূমি দস্যুদেও শাস্তির দাবী করেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ জানান, অবৈধ উপায়ে মাটি কেটে বিক্রিকারী যেই হোক না কেনো তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে শ্বশুর বাড়ি যাবার পথে গৃহবধু অপহৃত

বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি আসার সময় অপহৃত হয়েছে এক গৃহবধু। অপহৃত রেশমা খাতুন (২৬) সদর উপজেলার টুঙ্গিগোপালপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের মেয়ে এবং একই উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের আনোয়ারুল ইসলামের স্ত্রী।
এ ঘটনায় মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

অপহৃত মেয়ের পিতা মনিরুল ইসলাম জানান শনিবার বিকেলে শ্বশুর বাড়ি বারাদি মোমিনপুর থেকে রেশমা খাতুন বেড়াতে আসে। সোমবার জামাতা মোবাইল ফোন করে বাড়ি যেতে বলে। বিকেলে তাকে পিরোজপুর গ্রামের সার্থক আলীর অটোরিক্সায় তুলে দেয়া হয়। সন্ধ্যাতেও সে বাড়ি পৌঁছায়নি বলে জামাতা জানায়। রাতে অটো চালকের সাথে যোগাযোগ করা হলে অটোচালক সার্থক তাদের জানান- মাঝ রাস্তায় তার অটো নষ্ট হয়ে যায়। এসময় তাকে অপর একটি অপরিচিত অটোরিক্সায় তুলে দেয়া হয়। মেয়ের হাতে গলায় স্বর্ণলংকার আছে। গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত তার অবস্থান জানতে না পেরে মেহেরপুর সদর থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। জিডি নং ২১৮- ০৫/০১/২০২১।

মেয়ের স্বামী সদর উপজেলার বারাদি মোমিনপুর গ্রামের আনোয়ারুল ইসলাম আনু আশঙ্কা করছেন কেউ তাকে অপহরণ করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা জানান-এ বিষয়ে একটি জিডি হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় ইটের আঘাতে মা ছেলে জখম

মেহেরপুরের গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় সজিব নামের এক যুবকের ইটের আঘাতে অন্তঃসত্ত্বা মা ও ছেলে জখম হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের কলোনীপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো- বাঁশবাড়িয়া গ্রামের কলোনীপাড়ার হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী এরিনা পারভীন (২৮) ও তার ছেলে রুমন (১১)। সজিব একই পাড়ার এনামুল হকের ছেলে।

রুমনের পিতা হাফিজুল ইসলাম জানান, স্থানীয় মনিরুল ইসলামের ছেলে পারভেজ আমার ছেলে রুমনকে ফুটবলে লাথি মারতে বলে এ সময় রুমন ফুটবলে লাথি মারলে ফুটবলটি পাশে পুকুরে পড়ে যায়।

এ সময় সজিব রুমনকে ফুটবলটি তুলে আনার জন্য বলে। রমন অপারগতা জানালে সজিব রুমনকে মারধর ও ইট ছুঁড়ে তাকে জখম করে। এ সময় তার অন্তসত্ত্বা মা এরিনা পারভীন তাকে ঠেকাতে গেলে সজিব তাকেও ইট দিয়ে আঘাত করে আহত করে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তবে এরিনা পারভীনকে ভর্তি রাখা হয়েছে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, ঘটনার কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে ডিস ব্যাবসায়ীদের প্রতিবাদ সভা

গাংনীতে ডিস ক্যাবল নেটওয়ার্ক ব্যাবসার জন্য এক ইউনিয়নের অনুমোদন নিয়ে অন্য ইউনিয়নে ক্যাবলনেটওয়ার্ক এর লাইন সংযোগের কাজ করায় গাংনীতে ডিস মালিকদের প্রতিবাদ সভা অনুঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে গাংনীর বিবিন্ন এলাকার ডিস ব্যাবসায়ীরা জড়ো হয়ে প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহন করেন।

গাংনী উপজেলা ক্যাবল নেটওয়ার্ক মালিক সমিতির সভাপতি আনারুল ইসলাম বাবু বক্তব্য বলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নসহ সারা উপজেলা ব্যাপী আমাদের ব্যবসা ছিল। সেখানে মাসুদ রেজা নামের এক ব্যক্তি কন্ট্রোলরুম স্থাপন না করে এবং অর্থের বিনিময়ে প্রতিবেদন নিয়ে বিটিভি কর্তৃক অনুমোদন নিয়েছিলেন। উক্ত অনুমোদন কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

পরে আমাদের চালুকৃত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাদের লাইন স্থাপন করেন। অথচ তারা তার এলাকা রেখে বামুন্দি ইউনিয়নে ব্যবসার জন্য প্রচার প্রচারনা চালাতে থাকে। প্রচারের সময় মঙ্গলবার সকালে প্রচারকৃত মাইক আটক করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

পরে প্রচারমাইক গাংনীতে নিয়ে আসলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজ এলাকা ছেড়ে অবৈধ ভাবে অন্য এলাকায় ব্যবসা করার চেষ্টা ও প্রচার প্রচারনা না করার শর্তে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এর পরপরই গাংনীর সকল ডিস ব্যবসায়ীরা মাসুদ রেজার ব্যাবসা বন্ধের দাবীতে প্রতিবাদ করেন।

এসময় গাংনী উপজেলা ক্যাবলনেটওয়ার্ক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বাদশাসহ অর্ধশতাধিক ব্যাবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, যে এলাকায় ব্যবসার জন্য অনুমোদন নেয়া হয়েছে সেই এলাকা ছাড়া অন্য

এলাকায় ব্যবসা করার কোনো সুযোগ নেই। বিশৃঙ্খলা এড়াতে মাসুদ রেজার পক্ষে কাগজ পত্র দেখানোর জন্য বলা হয়েছে।